بسم اللہ الرحمن الرحیم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৫শে অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় বনু কুরায়যা অবরোধ পরবর্তী ঘটনা এবং তাদের শাস্তি প্রদানের বিষয়টি সবিস্তারে উল্লেখ করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, **পরিখার যুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষতি সাধন এবং বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বনু কুরায়যার দুর্গ অবরোধ করার ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল।** এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ হলো, বনু কুরায়যা অবরোধকাল দীর্ঘ হলে অতিষ্ঠ হয়ে মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। অবরোধ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে ১৫ থেকে ২৫ দিন পর্যন্ত সময়কাল বর্ণিত হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বিভিন্ন রেওয়ায়েত পর্যালোচনা করে অবরোধের সময়কাল আনুমানিক ২০ দিন উল্লেখ করেছেন। তাদের নারী ও শিশুদের পৃথক রাখা হয় এবং পুরুষদেরকে রশি দিয়ে বাঁধা হয়। এরপর তাদের দুর্গ থেকে পনেরোশ অস্ত্র, তিনশ বর্ম, দুই হাজার বর্শা, পনেরোশ চামড়ার ঢাল এবং অনেক বাসনপত্র পাওয়া যায়। এছাড়া উট ও অন্যান্য গবাদিপশু যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলোও একত্র করা হয়।

এ সময় অওস গোত্রের বিশিষ্ট লোকেরা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করে, বনু কুরায়যা আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং আমাদের মিত্র। তাই আপনি আমাদের ওসীলায় তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কী চাও যে, তোমাদের মাঝ থেকেই কেউ তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করুক? তখন তারা এতে সম্মত হয়। আরেক বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের মাঝ থেকে যে কাউকে মনোনীত করতে বলেন। তারা অওস গোত্রের নেতা **হযরত সা'দ বিন মুআয** (রা.)-কে নির্বাচিত করে। তারা মনে করেছিল, সা'দ যেহেতু তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ তাই আরবের রীতি অনুযায়ী তিনি তাদের প্রতি করুণা করবেন। কিন্তু হযরত সা'দ (রা.)-র পবিত্র ও নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয় সবকিছুর ওপর খোদা এবং তাঁর রসূলকেই প্রাধান্য দিত। অওস গোত্রের কতক লোক সা'দকে বলেছিল, যেভাবে খাযরাজ গোত্র বনু কায়নোকার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছিল অনুরূপভাবে তুমিও বনু কুরায়যার প্রতি দয়ার আচরণ করো এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করো না। কিন্তু সবকিছু শোনার পর হযরত সা'দ (রা.) বলেন, **সা'দ ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কোনো তিরষ্কাকারীর তিরষ্কারের ভ্রুক্ষেপ করবে না।** এই উত্তর শুনে তারা নীরব হয়ে যায়।

যাহোক, বিচারের জন্য নির্ধারিত সময়ে সবাই সমবেত হলে মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে সিদ্ধান্ত প্রদানের নির্দেশ দেন। হযরত সা'দ (রা.) প্রথমে বলেছিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সিদ্ধান্ত প্রদানের বেশি অধিকার রাখেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, বনু কুরায়যা তোমাকে বিচারক হিসেবে মনোনীত করেছে, তাই তোমাকে সিদ্ধান্ত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো। অতঃপর হযরত সা'দ (রা.) উভয়পক্ষের কাছ থেকে তার দেয়া সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করে নিজের সিদ্ধান্ত শোনান। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, **বনু কুরায়যার যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দি করা হবে এবং তাদের সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করা হবে।** মহানবী (সা.) এই রায় শুনে বলে উঠেন, لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللّٰهِ অর্থাৎ, **তোমার এই সিদ্ধান্ত ঐশী পরিকল্পনা মোতাবেক হয়েছে।** এ কথা বলার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বনু কুরায়যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে ঐশী নিয়তি কাজ করছিল আর এ কারণে মহানবী

(সা.)-এর দয়াসুলভ চেতনা উক্ত নিয়তিকে টলাতে পারে নি। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, **এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ফিরিশ্‌তা আমাকে সেহরীর সময় অবগত করেছিল।**

হযরত সা'দ (রা.)-র সিদ্ধান্তের বিষয়ে অ–মুসলমান আপত্তিকারীরা কখনো কখনো আমাদের যুবকদেরকে এ কথা বলে দ্বিধান্বিত করতে চায় যে, মহানবী (সা.) বনু কুরায়যার প্রতি অবিচার করেছেন। এর একটি উত্তর হলো, **তিনি (সা.) তো এ সিদ্ধান্ত প্রদানই করেন নি, বরং আল্লাহ্ তা'লা এ সিদ্ধান্ত তাদের মিত্রদের মাধ্যমে করিয়েছেন**। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এ সবকিছু খোদার তকদীর ছিল। খোদার কাছে এটি পছন্দনীয় ছিল না যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদের বিষয়ে এরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এ কারণে ঐশী তকদীর অনুযায়ী তাদের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত ব্যক্তি তাদের বিষয়ে এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে। মহানবী (সা.) অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে একটি কথা বলেই সেখান থেকে নীরবে উঠে চলে আসেন। তিনি বলেন, **ইহুদীদের মাঝ থেকে যদি দশজনও ঈমান আনতো তাহলে তা গোটা জাতির ঈমান আনয়নের নামান্তর হতো।**

এরপর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে বন্দিদেরকে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-র বাড়িতে এবং নারী ও শিশুদেরকে হযরত রামলা বিনতে হারেস (রা.)-র বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। পরদিন সকালে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-র সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। মহানবী (সা.) স্বয়ং কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করছিলেন। কেননা **প্রথমত,** সিদ্ধান্ত কার্যকরের ক্ষেত্রে যদি এমন কোনো বিষয় সামনে আসে যাতে তাঁর নির্দেশনার প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি যেন অনতিবিলম্বে নির্দেশনা দিতে পারেন। **দ্বিতীয়ত**, যদিও হযরত সা'দ (রা.)-র সিদ্ধান্তের পর আইনানুযায়ী কোনো প্রকার আপিল করার সুযোগ ছিল না, কিন্তু একজন বাদশাহ্ বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি (সা.) বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো বিশেষ ব্যক্তির ক্ষমার আপিল নিশ্চয়ই মঞ্জুর করতেন! **অধিকন্তু** তিনি (সা.) তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে অপরাধীদেরকে পৃথকভাবে শাস্তি দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন, অর্থাৎ একজনকে হত্যার সময় আরেকজন যেন উপস্থিত না থাকে।

বনু নযীরের নেতা **হুয়ী বিন আখতাব** সাজাপ্রাপ্তির সময় মহানবী (সা.)-এর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, **হে মুহাম্মদ (সা.)! আমার এই আক্ষেপ নাই যে, আমি কেন তোমার বিরোধিতা করেছি? কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, যে খোদাকে পরিত্যাগ করে খোদাও তাকে পরিত্যাগ করেন**। এরপর সে লোকদের সম্বোধন করে বলতে থাকে, **খোদার নির্দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিছুই করার নেই। এটি তাঁরই নির্দেশ এবং তাঁরই তকদীর**। অনুরূপভাবে বনু কুরায়যার নেতা **কা'ব বিন সা'দ**কে যখন হত্যার উদ্দেশ্যে মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন মহানবী (সা.) ইঙ্গিতে তাকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার তাকিদ দিয়েছিলেন। তখন সে বলেছিল, **হে আবুল কাসেম! আমি মুসলমান হয়ে যেতাম, কিন্তু লোকেরা বলবে, এ ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় পেয়েছে। কাজেই, আমাকে ইহুদী অবস্থায়ই মরতে দাও**। এক ইহুদী **রিফাআ'**র ক্ষমার ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এক করুণাময়ী মুসলমান নারীকে অনুনয়-বিনয় করে নিজের পক্ষে দাঁড় করায় এবং তার সুপারিশে মহানবী (সা.) রিফাআ'কেও ক্ষমা করে দেন। মোটকথা, সেদিন যে ব্যক্তির সুপারিশ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হয়েছিল তিনি (সা.) তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন যা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, তিনি (সা.) সা'দের সিদ্ধান্ত প্রদানের কারণে অপারগ ছিলেন, নতুবা তাদেরকে হত্যা করা কখনোই তাঁর হৃদয়ের বাসনা ছিল না।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুসারে নারীদের মাঝে কেবলমাত্র **নুবাতা**কে হত্যা করা হয়েছিল, যে একজন **মুসলমান সাহাবী হযরত খাল্লাদ (রা.)-কে** যিনি বনু কুরায়যার দুর্গের দেয়ালের সাথে বসেছিলেন ওপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। এ অপরাধের

শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হয়, কিন্তু কতক জীবনীকারক এই রেওয়ায়েতের সাথে একমত পোষণ করেন নি, অর্থাৎ এ নারীকে শাস্তি প্রদানের ঘটনা অন্য কোনো প্রেক্ষাপটে হবে বলে তারা বর্ণনা করেছেন।

বনু কুরায়যার বন্দি মহিলা এবং শিশুদেরকে মদীনার মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়। তাদের মাঝে বনু নযীরের এক নারী **রেহানা বিনতে যায়েদ** ছিল যার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) তাকে নিজের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। অনেকের মতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং কারও কারও মতে তিনি (সা.) তাকে দাসী হিসেবে রেখেছিলেন আবার কেউ কেউ বলেছেন, মহানবী (সা.) তাকে মুক্ত করে যথারীতি বিয়ে করেছিলেন। যেসব জীবনীকার দাসী হিসেবে রাখার কথা বলেছেন তারা এক্ষেত্রে ভুল বুঝেছেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং সে তার মায়ের বাড়িতে চলে গিয়েছিল আর বাকি জীবন সে সেখানেই কাটিয়ে দেয়। আর যদি উপরোক্ত রেওয়ায়েতকে সঠিক বলে ধরেও নেয়া হয় তথাপি মহানবী (সা.) তাকে বিয়ে করেছিলেন, দাসী হিসেবে রাখেন নি।

বন্দিদের বিষয়ে আরও বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) তাদেরকে নজদের দিকে প্রেরণ করেছিলেন যেখানে নজদের কিছু ব্যক্তি তাদের মুক্তিপণ পরিশোধ করে তাদেরকে মুক্ত করে নিয়েছিল আর এ অর্থ দ্বারা মহানবী (সা.) যুদ্ধের জন্য ঘোড়া ও অস্ত্র ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু অধিক বিশ্বাসযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায়, এই বন্দিরা মদীনায় অবস্থান করত আর মহানবী (সা.) তাদেরকে রীতি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়নের জন্য বিভিন্ন সাহাবীর অধীনে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তাদের মাঝে কেউ কেউ নিজেদের মুক্তিপণ পরিশোধ করে নিজেকে মুক্ত করিয়ে নেয় আর কয়েকজনকে অনুগ্রহপূর্বক ছেড়ে দেয়া হয়। এরা পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মুসলমানদের আতিথেয়তা দেখে নিজেরাই মুসলমান হয়ে যায়। তাদের মাঝে **আব্দুর রহমান বিন যুবায়ের, কা'ব বিন সুলায়েম, মুহাম্মদ বিন কা'ব-এর** নাম উল্লেখযোগ্য।

এ সময় মহানবী (সা.) এরূপ এক নির্দেশ প্রদান করেন যা তাঁর দয়ার্দ্র আচরণ এবং নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তিনি (সা.) বলেন, **যে নারীকে বণ্টন বা বিক্রয় করা হবে তার সন্তান ছোট থাকলে তাকে মায়ের কাছ থেকে যেন পৃথক করা না হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। অনুরূপভাবে দুই বোন ছোট হলে তাদেরকেও যেন পৃথক করা না হয়। এটি হলো, রহমাতুল্লিল আলামীন নবী (সা.)-এর আদর্শ এবং নারী, বন্দি এবং বিরোধীদের প্রতি তাঁর দয়া ও মহানুভবতা।** অথচ আজ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? মুসলমানরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে লোকদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে, হত্যা করছে এবং এর পরিণামে অ-মুসলমানদের কাছে মুসলমানদের বদনাম হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন, (আমীন)

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)